শুভেচ্ছা

জন্মদিন

আফরাজ হোসেন (গোল্ডী) ঃ তোমার দ্বিতীয় জন্মদিনে জানাই প্রাণভরা স্নেহ ও ভালোবাসা। **পাপা (আমির হোসেন), মা (পারভীন) দাদু, দাদিমা, নানিমা, চাচু, চাচিমা, কিট চাচু, মণি আম্মু তনুদি, সোনুদাদা, রাহাত ভাই, রিম্পিদি ও অন্যান্যরা।** গোরস্থান মোড়, কোচবিহার।

ব্যাটে দাপট ওয়ার্নার-স্মিথদের, স্পিনে কাবু করলেন অ্যাগার

জয় দিয়ে শুরু অস্ট্রেলিয়ার

চেন্নাই, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ প্রস্তুতি ম্যাচের দাপুটে জয়ে ভারত সফর শুরু করল অস্ট্রেলিয়া।

আগামী রবিবার পাঁচ ম্যাচের ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচ। আর 'রুথলেস' মেজাজে থাকা বিরাট ব্রিগেডের টক্কর নিতে তারা যে তৈরি, আজ বোর্ড সভাপতি একাদশের বিরুদ্ধে তা বুঝিয়ে দিলেন। প্রথমে ব্যাটিং করে ওয়ার্নার-স্মিথরা ৩৪৭/৭-এর বড়ো স্কোর চাপিয়ে দেয়। জবাবে ২৪৪ রানেই গুটিয়ে যায় ভারতীয় বোর্ড সভাপতি একাদশ। অ্যাস্টন অ্যাগারের স্পিন দাপটের সামনে সর্বোচ্চ ৪৩ রান করেন বাংলার শ্রীবৎস গোস্বামী।

বাংলাদেশে টেস্ট সিরিজ ড্র করে ভারতে পা রাখা অসি শিবির মানসিকভাবে চাপে ছিল। ফর্মাট বদলালেও পদ্মাপাড়ের ধাক্কাটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছিল। রেশ কাটার আগেই ভারতের বিরুদ্ধে আরও কড়া টক্কর। আইপিএলে খেলার সুবাদে ওয়ার্নার, স্মিথ, ফকনাররা ভারতীয় আবহাওয়ার সঙ্গে ভালোমতোই পরিচিত। গুরকিরাত সিংয়ের নেতৃত্বাধীন বোর্ড সভাপতি একাদশের বিরুদ্ধে এদিন তারই প্রতিফলন মিলল ক্যাঙারু ব্রিগেডের পারফরম্যান্সে।

মূল সিরিজের প্রাক্কালে একমাত্র গা-ঘামানো ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন স্টিভ স্মিথ। যদিও প্রথমবার ভারতে পা রাখা হিল্টন কার্টরাইট (০) দ্বিতীয় ওভারেই ফিরে যান। আবেশ খানের সাফল্যটা যদিও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বোর্ড দলের পক্ষে। অসি ব্রিগেডের দুই ব্যাটিং স্তম্ভ ডেভিড ওয়ার্নার ও স্টিভ স্মিথ শতরানের পার্টনারশিপ গড়ে ব্যাটিং অনুশীলন সেরে নেন সন্দীপ শর্মা, আবেশ খান, ওয়াশিংটন সুন্দরদের বিরুদ্ধে। ওয়ার্নার একেবারে চেনা মেজাজে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গত টেস্টে সেঞ্চুরি হাঁকানো ওয়ার্নার এদিন ৪৪ বলে ১১টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৪ রান করে যান। অসি অধিনায়ক স্মিথের ৫৫ আসে ৬৮ বলে।

ট্র্যাভিস হেড (৬৫), ম্যাথিউ ওয়েডরাও (৪৫) দাপটটা বজায় রাখেন। অসি দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটা আসে মার্কাস স্টোয়নিসের থেকে। ৬০ বলে ৭৬ রান। ইনিংসে চারটি বাউন্ডারির পাশাপাশি ৫টি ছক্কা হাঁকান বছর আটাশের এই অসি অলরাউন্ডার। শেষপর্যন্ত নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩৪৭/৭ স্কোর তোলে স্মিথ ব্রিগেড। বোর্ড দলের বোলারদের মধ্যে কুশং প্যাটেল ও ওয়াশিংটন সুন্দর দুটি করে উইকেট নেন।

জবাবে বোর্ড দল শুরুতেই রাহুল ত্রিপাঠীকে হারিয়ে ১০/১ হয়ে যায়। দ্বিতীয় উইকেটে বাংলার উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান শ্রীবৎস গোস্বামী (৪৩) ও মায়াঙ্ক আগরওয়াল (৪২) ৭৯ রান যোগ করলেও, কখনও তুল্যমূল্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারেনি গুরকিরাত সিং মানের দল। শেষদিকে অক্ষয় কার্নেওয়ার (৪০) ও কুশাং প্যাটেল (অপরাজিত ৪১) ভালো না খেললে বোর্ডের ইনিংস ২৪৪-এ পৌঁছোনোর কথা নয়। অ্যাস্টন অ্যাগারের (৪৪/৪) স্পিন সামলাতে এদিন হিমসিম খেয়ে যান স্পিনের আঁতুড়ঘরে বেড়ে ওঠা ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা।

১০৩ রানের বড়ো জয় এবং ব্যাট-বলের একচেটিয়া আধিপত্য অসি শিবিরকে উৎসাহ জোগাবে। অক্সিজেন জোগাবে ওডিআই সিরিজের কঠিন টক্করে। একইসঙ্গে বিরাট-শাস্ত্রীদের প্রতিও অঘোষিত বার্তা দিয়ে রাখা– আমরা প্রস্তুত। তোমরা তৈরি থাকো।

প্রস্তুতি ম্যাচে শতরানের পার্টনারশিপে দৌড় স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নারের।

সঞ্জয়কে দেখতে হাসপাতালে খালিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার কল্যাণী গিয়েছিলেন মোহনবাগানের খেলা দেখতে। আর এদিন হাসপাতালে গিয়ে দেখে এলেন মোহনবাগানের চিফ কোচ সঞ্জয় সেনকে। খালিদ জামিল যে অন্যদের থেকে একটু আলাদা তা প্রমাণ করে দিলেন তিনি। প্রথমে দুপুরের দিকে যাওয়া স্থির করলেও সংবাদমাধ্যমকে এড়াতে বিকেলেই যান হাসপাতালে। সকালে যখন বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ফুটবলার তাঁকে দেখতে যান তখনই খালিদের জন্য বাগানের এক কর্তা অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত না আসায় তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি খালিদের। সরাসরিই সঞ্জয় সেনের স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আইটিইউতে পৌঁছে যান খালিদ। ক্লাবের তরফে তাঁর সঙ্গে এক কর্মীও যান। তবে ফুল নিয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সঞ্জয়ের কাছে গিয়ে খালিদ জানতে চান, 'স্যার এখন কেমন আছেন ? হঠাৎ কীভাবে হল এরকম ?'

সঞ্জয়ও খুশি হন বয়সে ছোটো প্রতিপক্ষ কোচের এই সৌজন্যে। তিনি বলেন, 'ভালো আছি। আপনি এসেছেন দেখে আরও ভালো লাগছে। বুঝতে পারিনি এতটা অসুস্থ হয়ে পড়েছি। হঠাৎই বাইপাস করতে হল। ডাক্তার বলেছেন কালই আমাকে জেনারেল বেডে দিয়ে দেবেন।' এরপর খালিদ এবং সঞ্জয়ের মধ্যে কিছু পারিবারিক কথাবার্তাও হয়। খালিদ তাঁকে দ্রুত সুস্থ হয়ে মাঠে ফেরার জন্য শুভেচ্ছা জানান। আবার দেখতে আসবেন বলেও জানিয়ে যান। বাগানের চিফ কোচ কলকাতা লিগের জন্য শুভেচ্ছা জানান লাল-হলুদ কোচকে। তাঁদের এদিনের এই সৌজন্য বিনিময়ের ছোট্ট মুহূর্তগুলি থেকে কি দু-দলের সমর্থকরা শিক্ষা নেবেন ?

কোহলি-স্মিথরা বন্ধুত্ব দেখাতে নামবে না : লক্ষ্মণ

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মেঠো বিতর্কে গত ইন্দো-অসি টেস্ট সিরিজ উত্তপ্ত হয়েছিল।

আসন্ন ওডিআই, টি২০ সিরিজেও সেই উত্তাপের পারদ এতটুকু কমবে না। এমনই ধারণা ভি ভি এস লক্ষ্মণের। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের কথায়, কোহলি-স্মিথরা 'বন্ধুত্ব' দেখানোর জন্য মাঠে নামছেন না। বাইশ গজের যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে একইঞ্চি দিতে কেউই রাজি হবেন না। লক্ষ্মণ বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে ক্রিকেট বিশ্বের একনম্বর লড়াই। বাইশ গজে মুখোমুখি মানে বাড়তি উত্তেজনা। আসন্ন সিরিজেও তার কোনো ব্যতিক্রম হবে না। গত টেস্ট সিরিজে আমরা কেউ অস্ট্রেলিয়াকে সেভাবে গুরুত্ব দিইনি। যদিও সবাইকে ভুল প্রমাণিত করে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল স্মিথ-ওয়ার্নাররা। কোহলি আর স্মিথ, দুজনে বর্তমান প্রজন্মের মহাতারকা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওদের সাফল্য উদাহরণস্বরূপ। আর মাঠে নামলে জয়ের লক্ষ্যটাই মূল, বন্ধুত্বের কোনো অবকাশ নেই। ওদের আগ্রাসী মানসিকতায় ক্রিকেট নতুন উচ্চতা স্পর্শ করবে বলে বিশ্বাস।'

নেতৃত্বের প্রশ্নে অবশ্য স্টিভেন স্মিথের থেকে এগিয়ে রাখলেন বিরাট কোহলিকেই। লক্ষ্মণের পর্যবেক্ষণ, 'কোহলি অত্যন্ত সক্রিয় এবং ইতিবাচক। নেতৃত্বে তার ঝলক মেলে। ওর নির্মম মানসিকতার প্রতিফলন বাকিদের মধ্যেও। যার সুফল মিলছে। প্রত্যেকেই মরিয়া লক্ষ্যপূরণে। এই দলটার মধ্যে আমি তো কোনো দুর্বল ফ্যাক্টরই দেখতে পাচ্ছি না। নেতৃত্বের প্রশ্নে বিরাটকে এগিয়ে রাখব। টেস্ট সিরিজে স্মিথকে সেভাবে সক্রিয় ভূমিকায় দেখতে পাইনি। তাছাড়া এম এস ধোনির মতো একজনের মস্তিষ্ক বিরাটের পাশে রয়েছে। আর সামনে থেকে নেতৃত্বের প্রশ্নে এই মুহূর্তে স্মিথকে পিছনে ফলে দিয়েছে বিরাট।'

বিরাট-বিষয় সরিয়ে রেখে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাদের বিশ্রাম নিয়ে প্রশ্ন তুললেন লক্ষ্মণ। যুক্তি, নির্বাচকরা বিশ্রাম বলছেন, অথচ অশ্বীন কাউন্টি ক্রিকেট খেলছেন! লক্ষ্মণের মতে, এনিয়ে ক্রিকেটার ও নির্বাচকদের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকা দরকার। 'রিস্ট স্পিনারকে নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন নির্বাচকরা। অশ্বীনদের বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত সেখান থেকেই। আর এ ব্যাপারে নির্বাচকদের দৃষ্টিভঙ্গি অশ্বীন, জাদেজার সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা উচিত। আমার বিশ্বাস, ইতিমধ্যেই এনিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।' এদিকে, ওডিআই ফর্মাটে স্টিভ স্মিথের চেয়ে বিরাট কোহলিকে এগিয়ে রাখলেন মাইকেল ক্লার্ক। তবে টেস্টে প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অধিনায়কের ভোট স্মিথের দিকেই। বিরাট বনাম স্মিথ তুলনা প্রসঙ্গে এদিন ক্লার্ক বলেন, 'লিমিটেড ওভারের ক্রিকেটে বিরাট এগিয়ে থাকবে স্মিথের থেকে। অপরদিকে, টেস্টে স্মিথকে আগে রাখব। সামনে ভারত-অসি সিরিজ। ক্রিকেট দুনিয়ার চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হবে বিরাট বনাম স্মিথ। তবে দিনের শেষে কোন দল জিতল, সেটাই মূল কথা।' দুই তরুণ অধিনায়কের আসন্ন ডুয়েলের দিকে খোদ তাকিয়ে ক্লার্কও। বলে দিলেন, 'দুজনেই ইয়ং ক্যাপটেন। অধিনায়ক হিসেবে দুজনের কাছে দলের জয়টা অগ্রাধিকার পাবে। বিরাট ব্রিগেড এখন জয়ের মধ্যে রয়েছে। স্মিথদের ছন্দ খুঁজে নিতে হবে।'

জিতল পাকিস্তান

লাহোর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ঘরের মাঠে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তনকে জয় দিয়ে সাজিয়ে রাখল পাকিস্তান। মঙ্গলবার ইন্ডিপেনডেন্স কাপের প্রথম টি২০-তে তারা ২০ রানে বিশ্ব একাদশকে হারিয়েছে। লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে এদিন টসে জিতে বোলিং নেওয়ার পর শুরুটা অবশ্য দুর্দান্ত করেছিল বিশ্ব একাদশ। ৮ রানে ওপেনার ফখর জামানকে ফিরিয়ে দেন মর্নি মরকেল। কিন্তু এখান থেকে খেলাটা ধরে নেন আহমেদ শেহজাদ ও বাবর আজম। ৫২ বলে ৮৬ রানের বিস্ফোরক ইনিংস উপহার দেন বাবর। শেহজাদের অবদান ৩৯। শেষদিকে শোয়েব মালিকের (৩৮) ক্যামিও ইনিংসের জন্য পাকিস্তান ৫ উইকেটে ১৯৭ রানে পৌঁছে যায়। জবাবে বিশ্ব একাদশ ৭ উইকেটে ১৭৭ রানে আটকে যায়। অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসিস ২৯ ও হাসিম আমলা ২৬ রান করেন।

চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান-সেল

জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামে ট্রফি হাতে উল্লসিত জো পল আনচেরির দল। ছবি ঃ প্রতিবেদক

শেষরক্ষা হল না বিবেকানন্দের

জ্যোতি সরকার ● জলপাইগুড়ি

১২ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ ক্লাবের মরিয়া লড়াইও কাজে এল না। রায়কতপাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশনের ফুটবলে ট্রফি নিয়ে গেল অনূর্ধ্ব-১৯ মোহনবাগান-সেল অ্যাকাডেমি। ৭১ মিনিটে কৌশিক সাঁতরা গোল করেন। খেলা শেষের দশ মিনিট বাকি থাকতে বিবেকানন্দের গোলরক্ষক শুভম দেববিশ্বাস লাল কার্ড দেখেন। মোহনবাগানের এক ফুটবলারের গায়ে পা তুলে দেওয়ায় তাঁকে কার্ড দেখান রেফারি অনীত মুন্সী। টানা দু-দিন কলকাতার দুই বড়ো দলের বিরুদ্ধে খেলার ধকল সত্ত্বেও কখনোই রাশ আলগা করেনি বিবেকানন্দ। গত রাতের বৃষ্টি পর মাঠে কাদা আটকাতে বালি ঢালা হয়েছিল। এজন্য খেলোয়াড়রা অসুবিধায় পড়লেও প্রথমার্ধে তারা প্রবল প্রতিপক্ষকে কোনো গোল করতে দেয়নি। যা তারিফ কুড়িয়েছে মোহনবাগান কোচ জো পল আনচেরির। মাঠ নিয়ে সন্তুষ্ট না হলেও বিপক্ষের প্রশংসায় তিনি বলে যান, 'বিবেকানন্দ খুবই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। ওরা পর পর দুটি বড়ো ম্যাচ খেলল। এই অভিজ্ঞতা ওদের আগামীর সম্পদ হয়ে থাকবে।' শুধু আনচেরি নন, বিবেকানন্দের খেলার প্রশংসা করেছেন দর্শকরাও। গতকাল দল হেরে যাওয়ায় জলপাইগুড়ির ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা শিলিগুড়ির দলকে সমর্থন করেছিলেন। বিবেকানন্দের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য হারের জন্য টানা ম্যাচ খেলার ক্লান্তিকেই তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'ফাইনাল নিয়ে আমাদের তিনটি ম্যাচ খেলতে হল। ওরা খেলল মোটে দু-ম্যাচ। আমাদের ফুটবলাররা বিশ্রাম পায়নি।' তবে শুভম যে খেলোয়াড় সুলভ আচরণ করেনি তা মেনে নিয়েছেন তিনি। বিবেকানন্দের সচিব নিলয় চক্রবর্তী অবশ্য রেফারিং নিয়ে অভিযোগ করেছেন। বলেছেন, 'রেফারিং একেবারেই ভালো হয়নি। ওরা একাধিক ফাউল করেও রেহাই পেয়ে গিয়েছে।' ফাইনালের সেরা কৌশিক। প্রতিযোগিতার সেরা বিবেকানন্দের ফ্র্যাঙ্কো।

ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ে জম্মু ও কাশ্মীর

শ্রীনগর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ গভীর আশঙ্কায় জম্মু ও কাশ্মীরের ক্রিকেটাররা। আর্থিক অনটনে ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন তাঁরা। জম্মু ও কাশ্মীরের পেসার সামিউল্লাহ বেঘ জানিয়েছেন, 'আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ঘোরতর চিন্তায় রয়েছি। দলের সিনিয়র খেলোয়াড় হওয়ায় গোটা বিষয়টা বিনোদ রাইকে (সিওএ প্রধান) ই-মেল করে জানিয়েছি। মরশুমে কটা ম্যাচ খেলতে পারব না জানি না, তবে এখনও রাজ্য সংস্থার তরফ থেকে কোনো প্রাক্-মরশুম প্রস্তুতি শিবির শুরু হয়নি।' জম্মু ও কাশ্মীরের এক ক্রিকেটার বলেছেন, 'এখনও পর্যন্ত ২০১৪-১৫ ও ২০১৬-১৭ মরশুমের প্রাপ্য টাকা আমরা পাইনি। আপাতত আগামী মরশুমে খেলার থেকেও প্রাপ্য বকেয়া টাকা পাওয়া নিয়ে বেশি চিন্তায় রয়েছি। সিওএ-কে সমস্তটাই জানিয়েছি আমরা, সঙ্গে আসন্ন রনজি মরশুমে খেলার ব্যাপারেও তাদের পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছি।'

কলকাতায় ফিফা-এএফসি প্রতিনিধিরা

আগের মতোই একসঙ্গে চলবে ইস্ট-মোহন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার রাতেই কলকাতায় চলে এলেন ফিফা এবং এএফসি-র প্রতিনিধিরা। তাঁরা আসার আগেই এদিন আইএফএ সচিব উৎপল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করে নিলেন কলকাতার তিন বড়ো ক্লাবের প্রতিনিধিরা। সেখানে আবারও ঠিক হয়েছে, তিন ক্লাবই একসঙ্গে চলবে। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান তো বটেই, মহমেডানেরও ঐতিহ্য ও বাংলা এবং ভারতের ফুটবলের ক্ষেত্রে তাদের অবদানও বুঝিয়ে বলা হবে। ক্লাবগুলি ঘুরে দেখার আগেই বুধবার দুপুরে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন আইএফএ সভাপতি সুব্রত দত্ত ও সচিব উৎপল গঙ্গোপাধ্যায়। তারপর ১৪ তারিখ তাঁরা তিন ক্লাবই ঘুরে ঘুরে দেখবেন।

এদিন আলোচনার পরে উৎপল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আগামীতে ভারতীয় ফুটবলের যে রোড ম্যাপ তৈরি হতে চলেছে তাতে বাংলার ফুটবলকে বাদ দিয়ে কিছু হতে পারে না। সেটাই আবার একবার বুঝিয়ে বলা হবে। কুয়ালালামপুরে এএফসি-র সভার পর অনেক জল গড়িয়েছে। তারপরও একটা সভা হয়েছে। সেখানে কী কী ঠিক হয়েছিল তারই ভিত্তিতে আলোচনা হবে। তবে তিন ক্লাব যে একসঙ্গেই মুভ করবে তা ঠিক হয়েছে। আমরা আগে যে স্ট্যান্ড নিয়েছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি সবাই। এরপর আমরা আবার বসে দেখব আমাদের ঠিক কী কী করতে হবে।' তিনি নিজে আগে যেহেতু বসছেন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে, তাই প্রাথমিক কথাবার্তা তিনিই বলে রাখবেন। পরবর্তী সময়ে ক্লাবদের তরফেও একই কথা যাতে বলা হয় এদিন সেটাই ঠিক করে নেওয়া হয়েছে। ফেডারেশন এবং আইএমজি-আর মনে করছে দুই ক্লাবকে বাদ দিয়ে সর্বোচ্চ লিগ সম্ভব। কিন্তু আইএফএ মনে না করলে কি কোনো তারতম্য হয়, একথা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'সেটাই আমাদের বক্তব্য থাকবে। কলকাতার দুই প্রধানকে বাদ দিয়ে কোনোভাবেই যে ভারতীয় ফুটবলের রোড ম্যাপ তৈরি হতে পারে না, সেটা বোঝানো হবে। তবে এটা তো শুধুমাত্র একটা ভিজিট। এরপর অনেক ধাপ আছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি দিয়ে খেলা না খেলা নিয়ে অবশ্য কোনো আলোচনা হয়নি।'

এদিন মোহনবাগানের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন দেবাশিস দত্ত। তিনি বলেন, 'আমরা এদেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলতে চাই, এটাই আমাদের একমাত্র দাবি। এবার ওরা এসে কী বলেন, সেটা দেখে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করব। ওরা দেখে যাওয়ার পরে আমরা আবারও বসব। সেখানে ক্রীড়ামন্ত্রীরও উপস্থিত থাকার কথা।' ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন সচিব কল্যাণ মজুমদার ও দেবব্রত সরকার এবং মহমেডানের সচিব গজল-উজ-জাফর ও মাঠসচিব কামারুদ্দিন। লাল-হলুদ কর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, 'আমরা মনে করি ভারতীয় ফুটবল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। তাই আমাদের যদি ভবিষ্যৎ রোড ম্যাপ থেকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে আমাদের আন্দোলন চলবে।' মহমেডান অবশ্য আপাতত আই লিগে নেই। তবে তারাও নিজেদের ঐতিহ্য ও ভারতীয় ফুটবলে তাদের জনপ্রিয়তার কথা তুলে ধরবে ফিফা প্রতিনিধিদের কাছে।

ক্লাসিকোর দিন পরিবর্তন

মাদ্রিদ, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ লা লিগায় এল ক্লাসিকোর দিন পরিবর্তন হল। লা লিগার প্রধান হ্যাভিয়ের টেবাস জানিয়েছেন, ২০ ডিসেম্বরের বদলে ২৩ ডিসেম্বর হবে রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনার মহাদ্বৈরথ। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে গতবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী রিয়াল মাদ্রিদ টানা দ্বিতীয়বার ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচ খেলতে নামবে সেই সপ্তাহে। তাই ম্যাচটি পিছিয়ে দেওয়া হল।

স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, সংবাদ মাধ্যম এবং জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আজ থেকে আমাদের শিলিগুড়ি শোরুম খোলা থাকছে। সকলকে জানাই শারদীয়ার অগ্রিম শুভেচ্ছা।

P. C. CHANDRA ®
JEWELLERS
A jewel of jewels

স্মরণে

আলোকিত–
1.1.1943
তমোসীত–
13.9.2016

৺গোবিন্দ চ্যাটার্জি
'সবারে আমি প্রণাম করে যাই।'

"স্মরণ বীণার তন্ত্রীতে তুমি বাজো, মরণ তোমায় হরণ করেনি আজো।" প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় আত্মীয়, বন্ধু এবং যাঁরা তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাঁদের সন্ধ্যায় বাসভবনে আমন্ত্রণ জানাই। চায়না মা (শাশুড়ি মাতা), মিন্টু (স্ত্রী), বু (পুত্র), সাবিত্রী (পুত্রবধূ)
স্থান-এস.এফ.রোড, বিনয় মুখার্জি কমপ্লেক্স, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ঃ **সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে সঞ্জীব তালুকদার** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস ঃ ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ঃ ২২৪৩-৫৬৬৩, ২২১০-১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৪৩-৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস ঃ ডিবিসি রোড, নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১, ফোন ঃ ০৩৫৬১-২২৪২১৪, ২৩১৬৪৪। কোচবিহার অফিস ঃ দেবীবাড়ি, নতুনপাড়া, কোচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন ঃ ০৩৫৮২-২২৬৪৩৩। আলিপুরদুয়ার অফিস ঃ এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন ঃ ০৩৫৬৪-২৫৯৪০১। মালদা অফিস ঃ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন ঃ ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ২২১৬৯৬ (বিজ্ঞাপন ও অফিস), ফ্যাক্স ঃ ২২১৬৯৪। শিলিগুড়ি ফোন ঃ সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার ঃ ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন ঃ ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন ঃ ২৫২৬৬৩৫, অফিস ঃ ২৫২৯৬৬১, ২৫২৬৯৯৯ ও ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ ঃ ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, রিপোর্টিং ঃ ২৫২০০০৩, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। ফ্যাক্স ঃ ০৩৫৩-২৪৩৪৪৪৫ / ২৫২৯৬৬০। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in